বোর্ডের প্রশ্নপত্রে ভুল ও অসঙ্গতির ছড়াছড়ি

গত বছর পাঁচটি বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় আবশ্যিক বাংলা বিষয়ের দশটি (প্রথম পত্র ও দ্বিতীয় পত্র মিলে) প্রশ্নপত্রের প্রত্যেকটিতে অচিন্তনীয় ভুল, মুদ্রণ ত্রুটি ও অসঙ্গতি ছিল। এসব ভুলের বিশদ বিবরণ এখানে তুলে ধরা হল।

কমন ভুল : আধুনিক বাংলা বানানের নিয়ম অনুসারে 'পাঠ্যসূচি' শব্দটিতে ই-কার হবে। অথচ ১০টি প্রশ্নপত্রেই এই শব্দটি ঈ-কার দিয়ে 'পাঠ্যসূচি' ছাপা হয়েছে। ণ-ত্ব বিধান অনুসারে 'ঘণ্টা' শব্দটিতে মূর্ধন্য 'ণ' হবে। কিন্তু 'সময় ৩ ঘণ্টা' লিখতে 'ঘন্টা' লেখা হয়েছে। 'পূর্ণমানজ্ঞাপক' একটি সমাসবদ্ধ পদ। কিন্তু তা পৃথক দুটি শব্দ (পূর্ণমান জ্ঞাপক) হিসাবে মুদ্রিত হয়েছে।

ঢাকা বোর্ড : প্রথম পত্রের প্রশ্নপত্রে প্রশ্ন মোট দুটি। অথচ লেখা হয়েছে, দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। একই ধরনের অপ্রয়োজনীয় কথা লেখা হয়েছে ২, ৪, ৫, ৬, ৭ ও ৮ নং প্রশ্নেও। ১ (ক) নং প্রশ্নে বিলাসী শব্দটিতে উদ্ধৃতি চিহ্ন (',) নেই। অথচ সকলেই জানেন, গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ প্রভৃতির নাম প্রশ্নপত্রে বা উত্তরপত্রে উদ্ধৃতি চিহ্ন দিয়ে বিশেষিত করতে হয়। ২ (ক) নং প্রশ্নে 'পাঁচটি বাক্য রচনা কর' না বলে 'একটি করে বাক্য রচনা কর' বলা অধিক যুক্তিযুক্ত ছিল। ২ (খ) নং প্রশ্নে 'নীচের' শব্দটিতে হবে ই-কার। একই ভুল করা হয়েছে ২ (ঘ) নং ৫ (গ) নং ৫ (ঘ) নং ও ১১ নং প্রশ্নে। একই প্রশ্নে প্রথম বাক্যটির পর কমা এবং পরবর্তী বাক্যগুলোর পরে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়েছে– ৫ (গ) নং প্রশ্নে বিশেষণ সম্বন্ধগুলোর সাহায্যে বাক্য রচনা করতে বলা হয়েছে। 'আমার সন্তান' 'শোকের নদী' প্রভৃতি শব্দযুগল কি বিশেষণ সম্বন্ধ? এখানে বিশেষণ সম্বন্ধ তো কেবল 'আমার', 'শোকের' প্রভৃতি। ৯ (খ) নং প্রশ্নে একটি পদ্যাংশের আছে যার 'সারমর্ম' লিখতে হবে। অথচ সারমর্ম 'লেখ' কথাটি না বলে ৯ (ক) নং প্রশ্নে সারাংশ লেখার সঙ্গে এটিকে একীভূত করা হয়েছে। কিন্তু সারাংশ লিখতে হয় গদ্যাংশের আর পদ্যাংশের লিখতে হয় সারমর্ম। ৯ (খ) নং প্রশ্নের ২য় চরণে 'হয়নি' স্থলে হবে 'হওনি' এবং ১৬ নং চরণে 'মস্তডাগর' শব্দটির স্থলে হবে পৃথক দুটি শব্দ 'মস্ত ডাগর'। ১১ নং প্রশ্নে ৫টি বাগধারাকে 'প্রবাদপ্রবচন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বাংলা ২য় পত্রের ৪ (ক) নং প্রশ্নে বলা হয়েছে 'ব্যাকরণ কাকে বলে?...' প্রশ্নটি কি উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর উপযুক্ত? এ ধরনের প্রশ্ন তো আমরা প্রাইমারি পর্যায়ে পড়েছি। টেক্সট বুক বোর্ডের সিলেবাসে বাংলা ২য় পত্রের 'ব্যাকরণ' অধ্যায়ে ব্যাকরণ শব্দটির পর কোলন (:) স্থলে ভুলে কমা (,) মুদ্রিত হয়েছে প্রশ্ন কর্তারাও মাছিমারা কেরানির মতো তাকে কমা ধরেই প্রশ্ন করেছেন। একই প্রশ্নপত্রের ৪ (ঘ) নং প্রশ্নে 'লিখ' স্থলে চলিত 'লেখ' হওয়া উচিত ছিল।

রাজশাহী বোর্ড : প্রথম পত্রের ২ (খ) নং প্রশ্নে 'ব্যাসবাক্যসহ পাঁচটি সমাসের নাম লেখ'। এ স্থলে হওয়া উচিত ছিল 'যে কোন পাঁচটি শব্দের ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর।' একই প্রশ্নের 'কচু কাটা' শব্দ দ্বয়ের স্থলে একত্রে 'কচুকাটা' হবে। ৩ (অথবা) নং প্রশ্নে 'তৈরী' শব্দটিতে ই-কার হবে। এই প্রশ্নপত্রের ৩ নং পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় চরণে 'লেখতে' হবে, হবে 'লিখতে'। ৭ (ক) নং প্রশ্নে অংকন শব্দটি অশুদ্ধ, হবে 'অঙ্কন'। ৮ (গ) নং প্রশ্নে 'বাঁচাইল' শব্দটির স্থলে হবে 'বাঁচাইলা'। ১০ নং প্রশ্নে 'অীভসন্ধি' স্থলে হবে 'অভিসন্ধি'। ১১ নং প্রশ্নে বাগধারাকে মূর্খের মতো প্রবাদ-প্রবচন রাখা হয়েছে।

দ্বিতীয় পত্রের 'দ্রষ্টব্য :' অংশে 'পাশ্বস্থ' শব্দটি হবে 'পার্শ্বস্থ'। প্রশ্নের প্রারম্ভে 'নাটক' (যে কোন একটি নাটকের উত্তর করতে হবে)। তার পর 'রক্তাক্ত প্রান্তর' শিরোনাম না দিয়ে প্রশ্ন শুরু করা হয়েছে। ২ (ঘ) নং প্রশ্নে 'আমিরণ' শব্দটিতে দন্ত্য ন হবে। ৪ নং প্রশ্নে ছয়টি প্রশ্নই আছে, অথচ বলা হয়েছে ছয়টি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৪ (ক) নং প্রশ্নটির ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের ৪ (ক) নং প্রশ্ন সম্পর্কে যা বলেছি তা-ই প্রযোজ্য। ৪ (ঙ) নং প্রশ্নে 'বিপরীতে;' স্থলে 'বিপরীত' হবে। ৪ (ঠ) নং প্রশ্নে 'আরোপ' স্থলে হবে 'আলোচনা'। ৫ (ক) নং প্রশ্নে 'মানপত্র' স্থলে 'অভিনন্দনপত্র' হওয়া উচিত ছিল।

কুমিল্লা বোর্ড : প্রথম পত্রের ৫ (ক) নং প্রশ্নে 'পাঞ্জেরী' শব্দে ই-কার হবে। ৫ (ঘ) নং প্রশ্নে কতিপয় শব্দ উল্লেখ করে তাদের দিয়ে বাক্য রচনা করতে বলা হয়েছে যা নিম্নমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত প্রযোজ্য। ৯ (ক) নং প্রশ্নে দু'বার 'ক' লেখা হয়েছে। ১০ (খ) নং প্রশ্নে 'সাধুভাষায় রূপান্তরিত কর' কথাটি আদৌ উল্লেখ করা হয়নি। ১১ নং প্রশ্নে নিচের শব্দটির পরে 'যে-কোন' শব্দটি বসানো উচিত ছিল।

দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নের 'দ্রষ্টব্য :' অংশে 'পূর্ণমান' স্থলে হওয়া উচিত ছিল 'পূর্ণমানজ্ঞাপক।' ৩ (গ) নং প্রশ্নে 'বিভাবে' শব্দটির প্রয়োগ দুর্বোধ্য। ৬ (ঘ) নং প্রশ্নে 'শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ :' স্থলে 'নিচের শব্দগুলোর পরিভাষা লেখ' বলা উচিত ছিল। ৬ (ছ) নং প্রশ্নের ব্যাপারে ঢাকা বোর্ডের ২য় পত্রের ৪ (ক) নং প্রশ্নের বিষয়ে যা বলেছি, তা-ই প্রযোজ্য। ৬ (জ) (৭) নং প্রশ্নে 'চিন্তে' স্থলে হবে 'চিনতে'। ৭ (খ) নং প্রশ্নে প্রজাপতির স্থলে হবে 'প্রজাপতিটি'র।

চট্টগ্রাম বোর্ড : প্রথম পত্রের ১ (খ) নং প্রশ্নে 'বার্ধক্যের' শব্দটিতে ক-এ য-ফলা দেয়া হয়নি। ২ (ক) নং প্রশ্নে 'গানের আসর' একত্রে 'গানেরআসর' হবে। ৩ নং প্রশ্নে 'লিখ' স্থলে হবে চলিত 'লেখ'। ৫ (ক) নং প্রশ্নে 'নিচের' শব্দের বানানে ই-কার হবে এবং 'সোনার প্রতিমা' একত্রে 'সোনারপ্রতিমা' হবে। ৬ নং প্রশ্নে 'লিখ' স্থলে হবে 'লেখ'। ৯ নং প্রশ্নে কি করতে হবে তার কোন উল্লেখ নেই। কেবল (ক) ও (খ) অংশে দুটি অনুচ্ছেদ দেয়া আছে। ১১ নং প্রশ্নের শেষ শব্দটি 'উজার' অশুদ্ধ, হবে 'উজাড়'।

দ্বিতীয় পত্রের ১ (খ) নং প্রশ্নে 'ইংরেজী' শব্দের বানানে ই-কার হবে। ২ (ঘ) (র) নং প্রশ্নে অযথা প্রশ্নবোধক চিহ্ন দেয়া হয়েছে। ১ (খ), ১ (গ), ১ (ঙ), ১ (চ), ১ (জ) ও ৭ নং প্রশ্নে 'লিখ' স্থলে 'লেখ' হবে। ২ (ছ) নং প্রশ্নের ভাষ্যটি ত্রুটিযুক্ত। ভাষ্যটি হওয়া উচিত ছিল 'নিচের যে, কোন পাঁচটি শব্দের বানানের নিয়ম লেখ।' ২ (গ) নং প্রশ্নে 'শব্দ' স্থলে 'শব্দ' এবং 'পরকীয়' স্থলে 'পরকীয়া' হবে। 'জমীদার দর্পণ' নাটকের ৭ (ক) নং প্রশ্নে 'খন্ডাতে' শব্দটির বানানে 'ণ' হবে এবং 'পার' শব্দটির পর প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) না হয়ে আশ্চর্যবোধক চিহ্ন হবে। ৭ (গ) নং প্রশ্নে 'তোমাকে' স্থলে 'তোমারে' হবে।

যশোর বোর্ড : প্রথম পত্রের ১ (ঘ) নং প্রশ্নে 'তার' স্থলে 'তাঁর' হবে। ২ (ক) নং প্রশ্নে 'আশ্রম মৃগ' একত্রে 'আশ্রমমৃগ' হবে। ২ (গ), ২ (ঘ), ৫ (ক) ও ৫ (খ) নং প্রশ্নে 'নিচের' শব্দের বানানে ই-কার হবে। ২ (গ) এবং ৫ (গ) নং প্রশ্নে একই 'অনু' উপসর্গযোগে পাঁচটি শব্দ লিখতে বলা হয়েছে। একই প্রশ্নপত্রে একই প্রশ্ন দু'বার দেয়ার নজির ইতিহাসে আছে কিনা খুঁজে দেখতে হবে।

দ্বিতীয় পত্রের ১ (চ) নং প্রশ্নে বাঙালী বানানে ই-কার হবে। ২ (গ) ও ৩ (খ) নং প্রশ্নে 'তৈরী' শব্দে ই-কার হবে। ৬ (ক) নং প্রশ্নে প্রথম চরণে 'আমি' শব্দের পর 'যে' শব্দটি হবে। ৬ (খ) নং প্রশ্নের দ্বিতীয় চরণের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) হবে। ৮ (ঘ) নং প্রশ্নে 'কি' স্থলে 'কী' হবে। ১১ নং প্রশ্নে গাঁজর স্থলে হবে গাঁজন। ৫ (ক) ও ৫ (খ) নং প্রশ্নে 'জমিদার' বানানে পাঠ্যপুস্তক অনুযায়ী ঈ-কার হবে।

অসঙ্গতি : প্রত্যেকটি শিক্ষা বোর্ডের বাংলা দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নে প্রতিশব্দের জন্য নম্বর ৫। অথচ প্রতিশব্দ সংক্রান্ত প্রশ্নে বোর্ডগুলোর মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। ঢাকা বোর্ডের ২য় পত্রের ৪ (ঙ) নং প্রশ্নে প্রদত্ত ৪টি শব্দের যে কোন দুটি শব্দের পাঁচটি করে; রাজশাহী বোর্ডের ২য় পত্রের ৪ (চ) নং প্রশ্নে প্রদত্ত ৮টি শব্দের যে কোন ৫টির ৫টি করে; কুমিল্লা বোর্ডের ২য় পত্রের ৬ (গ) নং প্রশ্নে প্রদত্ত ৪টি শব্দের যে কোন দুটির ৫টি করে; চট্টগ্রাম বোর্ডের ২য় পত্রের ১ (জ) নং প্রশ্নে প্রদত্ত ৩টি শব্দের যে কোন ১টির ৫টি এবং যশোর বোর্ডের ২য় পত্রের ১ (ঙ) নং প্রশ্নে প্রদত্ত ৮টি শব্দের যে কোন ৫টির দুটি করে প্রতিশব্দ লিখতে বলা হয়েছে। একই বিষয়ের একই নম্বরের প্রশ্নে এই আকাশ-পাতাল অসঙ্গতি কেন? আবার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও যশোর বোর্ডের ১ম পত্রে দুটি ব্যাখ্যা থেকে ১টি লিখতে বলা হয়েছে। কেবল কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নে ৩টি ব্যাখ্যা থেকে ১টির উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

সজল কান্তি মণ্ডল
প্রভাষক, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ, চুয়াডাঙ্গা